কিন্তু প্রেমময় পিতার ন্যায় এবং স্নেহময়ী মাতার ন্যায় আপন সন্তানদের বাঁচাতে মানুষের দেহ ধারণ করলেন। এই মানুষ দেহী ঈশ্বরের নাম যীশু খ্রীষ্ট। তিনি স্বয়ং মানুষ দেহে মানুষের পাপের দন্ড ভোগ করলেন। বাইবেল বলে, "তিনি আমার অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ হলেন, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ, আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁর উপর পড়ল, এবং তাঁর ক্ষত সকলের দ্বারা আমাদের আরোগ্য হল।" পাপের দন্ড মৃত্যু আর সেই দৈহিক ও আত্মিক মৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে তিনি নিজে আপন প্রাণ, আপন দেহে, মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করলেন।

মৃত্যুর তিন দিন পরে তিনি পুনর্জীবিত হলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে বলেছিলেন প্রাণ সমর্পণ করবার ও পুনরায় গ্রহণ করবার ক্ষমতা আমার আছে। এই ক্ষমতা অন্য কোন মানুষের ছিল না। যীশু ঈশ্বর। তাই মৃত্যু তাকে তার কবলে রাখতে পারে নি। তিনি মানুষের দেহ ধারণ করে মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থিত হলেন, যেন মানুষ অমর হতে পারে। ঈশ্বর অমর। কিন্তু তাঁর সৃষ্ট মানুষকে অমর করবার জন্য, অনন্ত জীবন দেবার জন্য, তিনি মৃত্যুকে জয় করে উঠলেন। যীশু আজ জীবিত। তিনি আজও রোগী সুস্থ করেন, পাপীকে উদ্ধার করেন। এই জীবিত যীশুকে ভক্তিভাবে, বিশ্বাস করে হৃদয়ে ডেকে নিলে তিনি মানুষের হৃদয়ে তাঁর আত্মার মাধ্যমে আসেন তাকে শান্তি দেন। তার মলিন হৃদয় তাঁর পবিত্র প্রায়শ্চিত্তকারী রক্তে ধুয়ে পরিষ্কার করেন ও সব পাপের মোচন করেন। তিনি শুধু খ্রীষ্টিয়ানদের মুক্তিদাতা নন, তিনি এই বিশ্বের সকলের ঈশ্বর ও প্রেমময় পিতা ও মুক্তিদাতা। তিনি আপনার মঙ্গল চান। তাঁর হাতে আপনার জীবন সমর্পণ করুন। এই বিষয়ে আরো জানতে চাইলে এই ঠিকানায় খোঁজ করবেন।

মিডিয়া আউটরিচ, পোষ্ট বক্স-৭০০, ঢাকা-১০০০

ই-মেইল: mediaoutreach.ag@gmail.com

Web: www.mediaoutreachbd.com

BEN 05

সন্ধান

মানুষের মনে আবহমান কাল থেকে প্রশ্ন জেগে এসেছে, ঈশ্বর – তিনি কেমন? ঈশ্বর কেমন এই প্রশ্নের উত্তর আমি এখানে দেবার চেষ্টা করব। মনে রাখতে হবে এই জগতে দু'টি শক্তি একই সঙ্গে কার্য করছে। ঈশ্বর মানুষের স্রষ্টা ও পিতা, শয়তান মানুষের বিনাশক ও শত্রু। দু'জনই বাস্তব।

ঈশ্বর, মঙ্গলময় ও উত্তম, শয়তান-বিনাশক ও নিতান্ত মন্দ। ঈশ্বরের অধীনে করুণার দূতবাহিনী কাজ করেন। শয়তানের অধীনে মন্দ শক্তি ও ভূতবাহিনী কাজ করে। ঈশ্বর স্বাস্থ্য দেন, শয়তান রোগ ব্যাধি আনে। ঈশ্বর আশীর্বাদ করেন, শয়তান অভিশাপ আনে। ঈশ্বর মানুষকে বিবিধ মঙ্গলে ভূষিত করেন, শয়তান নানা রকম অমঙ্গল আনে।

আদিতে ঈশ্বর যখন মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন, তখন মানুষ ছিল সর্বাঙ্গ সুন্দর। দেহ-আত্মা-প্রাণে সে ছিল অবিকল সুন্দর ও পবিত্র। ঈশ্বর মানুষকে যন্ত্র করে সৃষ্টি করেননি, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ছিল। সে ইচ্ছা করলে তার মঙ্গলময় স্রষ্টা পিতাকে ছেড়ে যেতে পারত। মঙ্গলময় ঈশ্বরকে ছেড়ে গেলে, তাঁর অবাধ্য হলে মানুষ যে বিপদে পড়বে, একথাও তিনি মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

মানুষের পরম শত্রু শয়তান, মানুষকে প্রলোভনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের নিকট থেকে দূরে নিয়ে গেল ও পাপের মধ্যে টেনে নামাল। আজ আদমের সকল সন্তান পাপের কবলে। এই যে ভুল মানুষ শুরুতে করেছিল, তার ফল মানুষ আজ তিলে তিলে অনুভব করছে। "পাপের বেতন মৃত্যু"।

এই পাপের দরুণই, মানুষ আজ শয়তানের কবলে। শরীরে সে রুগ্ন ও মর্ত্ত; মনে সে অশান্তির বোঝায় ভারগ্রস্ত-আত্মাতে সে পাপগ্রস্ত।

পাপে পতিত হবার ফল সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, প্রথম মানুষের জ্যেষ্ঠপুত্র-কয়িন তার ছোট ভাই হেবলকে হত্যা করল। ক্রমে ক্রমে পৃথিবীতে পাপের এত আধিক্য হ'ল যে ঈশ্বর মহাপ্লাবন পাঠিয়ে পৃথিবীকে পরিষ্কার করলেন।কিন্তু ঘর পরিষ্কার করলে কি আর মানুষের মন পরিষ্কার হয়? মানুষ কিন্তু শয়তানের হাত থেকে মুক্তি পেল না। মানুষ মন ফিরাল না। শতাব্দীর পরে শতাব্দী ধরে চলে এল শয়তানের অত্যাচার ও উৎপীড়ন এই দুর্বল ও অসহায় মানব জাতির উপর। মানুষ শয়তানের কবলে পতিত হবার পর, আবার ঈশ্বরের কাছে ফিরবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শয়তান মানুষের আধ্যাত্মিক চক্ষু ও বিচার বুদ্ধি এমন ঘোলাটে করে দিল, যে মানুষ ঈশ্বরের কাছে না পৌছে, নিজেরা আপন আপন জ্ঞান, কল্পনা ও সাধনা অনুযায়ী নিজেদের মনঃতুষ্টির জন্য, নিজেদের দেবতা গড়ে তুলল। ফলে দাঁড়াল নানা মুনির নানা মত, যত মানুষ তত পথ। মানুষ হারিয়ে ফেলল ঈশ্বরিক-জ্ঞান, নিজেদের অযথা তর্ক-বিতর্কে অসার হয়ে পড়ল কেউ বা বলল ঈশ্বর নেই। কেউবা তাঁর এমন ভয়ঙ্কর রুপ দিল যে, তাঁর কাছে যাওয়া দুরুহ হয়ে পড়ল। ঈশ্বর কিন্তু ক্ষুব্দ হয়ে মানুষ কে দুরে রাখতে চাননি। তিনি তো মঙ্গলময়-তিনি পিতা। মানুষ যখন পাপে পতিত হল, তখন থেকেই ঈশ্বর ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, মানুষকে উদ্ধার করবার জন্য। অবিশ্বস্ত মানুষ কিন্তু গোড়াতে ঈশ্বরকে ডাকেনি বরং সে ঈশ্বরের নিকট থেকে লুকিয়ে ছিল। কিন্তু আপন আলয় স্বর্গ ছেড়ে তাদের ফিরে পাবার জন্য ঈশ্বর তাকে ডেকেছিলেন, ঈশ্বর তাকে খুজেছিলেন, যুগ যুগ ধরে ঈশ্বর বিভিন্ন ভক্তের মাধ্যমে মানুষকে ডাকলেন কিন্তু স্থুল মানুষ তাঁর ডাক শুনতে পেল না। শেষে তিনি স্থুল মানুষের দেহ ধারণ করে যীশু খ্রীষ্ট অর্থাৎ অভিষিক্ত মুক্তিদাতা নাম নিয়ে মানুষের মাঝে এসে দাড়ালেন। যীশু খ্রীষ্টই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি। যীশু খ্রীষ্টের জীবন ও কার্য লক্ষ্য করলে আমরা মানুষের পরম মঙ্গলময় ঈশ্বরকেই দেখতে পাব। মায়ের হৃদয়ে যেমন সন্তানের প্রতি দরদ ও স্নেহ বর্তমান, তেমনি যীশু খ্রীষ্টের অন্তরে তাঁর সৃষ্ট মানুষের জন্য কত চিন্তা, কত স্নেহ ও মমতা। আর কেউই সমগ্র মানুষকে এইভাবে ভালবাসতে পারেনি, ভালবাসেও নি। সেই জন্যই যীশুর সঙ্গে কারুর তুলনা হয় না।

তিনি ঘুরে ঘুরে পাপী-তাপীকে বক্ষে টেনে নিয়ে, তাদের জীবন বদলে দিচ্ছেন। পীড়িতদের সুস্থ করছেন। তিনি অন্ধদের চোখের দৃষ্টি দান করলেন। খঞ্জকে দিলেন চলবার শক্তি। কোন রোগী তাঁর চাদর ছুয়েই ভাল হয়ে যেত। এছাড়া তিনি কত মৃতকে জীবন দিয়েছেন, এমন কি চার দিনের মরা দেহকে তিনি আজ্ঞা দিয়েছিলেন-"লাসার বাহিরে আইস" -আর সে জীবতি হয়ে কবর থেকে বাইরে এসেছিল। বিপদের সময়ে তিনি সুপ্রাপ্য সহায় হ'য়ে লোকদের বাচিয়েঁছিলেন। অভাবগ্রস্তদের খাদ্য দিয়ে তৃপ্ত করেছেন। তিনি ঈশ্বর।

লোকে মনে করে যে ভাল বা মন্দ বুঝি সবই ঈশ্বর করান। না, শয়তান মন্দ করে, সে মানুষকে অন্ধ করে, সে অসুস্থ করে, সে কুষ্ঠগ্রস্ত করে, সে ভূতগ্রস্ত করে, সে বিপদে ফেলে, সে অভাবে ফেলে, সে অশান্তিতে ফেলে-হ্যাঁ, সে নিতান্ত মন্দ। সে চুরি, বধ ও বিনাশ করে। কিন্তু ঈশ্বর উত্তম ও মঙ্গলময়। দেখুন তাকেঁ যীশুর রুপে, তিনি মানুষের হিত করে বেড়াতেন ও শয়তান কর্তৃক উৎপীড়িত সকলকে মুক্ত করতেন।

এই যীশুই, দেহে মূর্ত্তিমান ঈশ্বর, অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি, মানুষের মুক্তির জন্য আপন প্রাণ বলিদান করেছেন। তিনি ন্যায়বান ধার্ম্মিক ঈশ্বর। তিনি আবার প্রেমময় পিতা। পাপী মানুষের উপযুক্ত বিচার সিদ্ধ দন্ড বিধান তাঁকে করতে হয়েছিল, না হলে তিনি ঈশ্বর হতে পারতেন না।

সন্ধান

মানুষের মনে আবহমান কাল থেকে প্রশ্ন জেগে এসেছে, ঈশ্বর – তিনি কেমন? ঈশ্বর কেমন এই প্রশ্নের উত্তর আমি এখানে দেবার চেষ্টা করব। মনে রাখতে হবে এই জগতে দু'টি শক্তি একই সঙ্গে কার্য করছে। ঈশ্বর মানুষের স্রষ্টা ও পিতা, শয়তান মানুষের বিনাশক ও শত্রু। দু'জনই বাস্তব।

ঈশ্বর, মঙ্গলময় ও উত্তম, শয়তান-বিনাশক ও নিতান্ত মন্দ। ঈশ্বরের অধীনে করুণার দূতবাহিনী কাজ করেন। শয়তানের অধীনে মন্দ শক্তি ও ভূতবাহিনী কাজ করে। ঈশ্বর স্বাস্থ্য দেন, শয়তান রোগ ব্যাধি আনে। ঈশ্বর আশীর্বাদ করেন, শয়তান অভিশাপ আনে। ঈশ্বর মানুষকে বিবিধ মঙ্গলে ভূষিত করেন, শয়তান নানা রকম অমঙ্গল আনে।

আদিতে ঈশ্বর যখন মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন, তখন মানুষ ছিল সর্বাঙ্গ সুন্দর। দেহ-আত্মা-প্রাণে সে ছিল অবিকল সুন্দর ও পবিত্র। ঈশ্বর মানুষকে যন্ত্র করে সৃষ্টি করেননি, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ছিল। সে ইচ্ছা করলে তার মঙ্গলময় স্রষ্টা পিতাকে ছেড়ে যেতে পারত। মঙ্গলময় ঈশ্বরকে ছেড়ে গেলে, তাঁর অবাধ্য হলে মানুষ যে বিপদে পড়বে, একথাও তিনি মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

মানুষের পরম শত্রু শয়তান, মানুষকে প্রলোভনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের নিকট থেকে দূরে নিয়ে গেল ও পাপের মধ্যে টেনে নামাল। আজ আদমের সকল সন্তান পাপের কবলে। এই যে ভুল মানুষ শুরুতে করেছিল, তার ফল মানুষ আজ তিলে তিলে অনুভব করছে। "পাপের বেতন মৃত্যু"।

এই পাপের দরুণই, মানুষ আজ শয়তানের কবলে। শরীরে সে রুগ্ন ও মর্ত্ত; মনে সে অশান্তির বোঝায় ভারগ্রস্ত-আত্মাতে সে পাপগ্রস্ত।

পাপে পতিত হবার ফল সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, প্রথম মানুষের জ্যেষ্ঠপুত্র-কয়িন তার ছোট ভাই হেবলকে হত্যা করল। ক্রমে ক্রমে পৃথিবীতে পাপের এত আধিক্য হ'ল যে ঈশ্বর মহাপ্লাবন পাঠিয়ে পৃথিবীকে পরিষ্কার করলেন।কিন্তু ঘর পরিষ্কার করলে কি আর মানুষের মন পরিষ্কার হয়? মানুষ কিন্তু শয়তানের হাত থেকে মুক্তি পেল না। মানুষ মন ফিরাল না। শতাব্দীর পরে শতাব্দী ধরে চলে এল শয়তানের অত্যাচার ও উৎপীড়ন এই দুর্বল ও অসহায় মানব জাতির উপর। মানুষ শয়তানের কবলে পতিত হবার পর, আবার ঈশ্বরের কাছে ফিরবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শয়তান মানুষের আধ্যাত্মিক চক্ষু ও বিচার বুদ্ধি এমন ঘোলাটে করে দিল, যে মানুষ ঈশ্বরের কাছে না পৌছে, নিজেরা আপন আপন জ্ঞান, কল্পনা ও সাধনা অনুযায়ী নিজেদের মনঃতুষ্টির জন্য, নিজেদের দেবতা গড়ে তুলল। ফলে দাঁড়াল নানা মুনির নানা মত, যত মানুষ তত পথ। মানুষ হারিয়ে ফেলল ঈশ্বরিক-জ্ঞান, নিজেদের অযথা তর্ক-বিতর্কে অসার হয়ে পড়ল কেউ বা বলল ঈশ্বর নেই। কেউবা তাঁর এমন ভয়ঙ্কর রুপ দিল যে, তাঁর কাছে যাওয়া দুরুহ হয়ে পড়ল। ঈশ্বর কিন্তু ক্ষুব্দ হয়ে মানুষ কে দুরে রাখতে চাননি। তিনি তো মঙ্গলময়-তিনি পিতা। মানুষ যখন পাপে পতিত হল, তখন থেকেই ঈশ্বর ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, মানুষকে উদ্ধার করবার জন্য। অবিশ্বস্ত মানুষ কিন্তু গোড়াতে ঈশ্বরকে ডাকেনি বরং সে ঈশ্বরের নিকট থেকে লুকিয়ে ছিল। কিন্তু আপন আলয় স্বর্গ ছেড়ে তাদের ফিরে পাবার জন্য ঈশ্বর তাকে ডেকেছিলেন, ঈশ্বর তাকে খুজেছিলেন, যুগ যুগ ধরে ঈশ্বর বিভিন্ন ভক্তের মাধ্যমে মানুষকে ডাকলেন কিন্তু স্থুল মানুষ তাঁর ডাক শুনতে পেল না। শেষে তিনি স্থুল মানুষের দেহ ধারণ করে যীশু খ্রীষ্ট অর্থাৎ অভিষিক্ত মুক্তিদাতা নাম নিয়ে মানুষের মাঝে এসে দাড়ালেন। যীশু খ্রীষ্টই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি। যীশু খ্রীষ্টের জীবন ও কার্য লক্ষ্য করলে আমরা মানুষের পরম মঙ্গলময় ঈশ্বরকেই দেখতে পাব। মায়ের হৃদয়ে যেমন সন্তানের প্রতি দরদ ও স্নেহ বর্তমান, তেমনি যীশু খ্রীষ্টের অন্তরে তাঁর সৃষ্ট মানুষের জন্য কত চিন্তা, কত স্নেহ ও মমতা। আর কেউই সমগ্র মানুষকে এইভাবে ভালবাসতে পারেনি, ভালবাসেও নি। সেই জন্যই যীশুর সঙ্গে কারুর তুলনা হয় না।

তিনি ঘুরে ঘুরে পাপী-তাপীকে বক্ষে টেনে নিয়ে, তাদের জীবন বদলে দিচ্ছেন। পীড়িতদের সুস্থ করছেন। তিনি অন্ধদের চোখের দৃষ্টি দান করলেন। খঞ্জকে দিলেন চলবার শক্তি। কোন রোগী তাঁর চাদর ছুয়েই ভাল হয়ে যেত। এছাড়া তিনি কত মৃতকে জীবন দিয়েছেন, এমন কি চার দিনের মরা দেহকে তিনি আজ্ঞা দিয়েছিলেন-"লাসার বাহিরে আইস" -আর সে জীবতি হয়ে কবর থেকে বাইরে এসেছিল। বিপদের সময়ে তিনি সুপ্রাপ্য সহায় হ'য়ে লোকদের বাচিয়েঁছিলেন। অভাবগ্রস্তদের খাদ্য দিয়ে তৃপ্ত করেছেন। তিনি ঈশ্বর।

লোকে মনে করে যে ভাল বা মন্দ বুঝি সবই ঈশ্বর করান। না, শয়তান মন্দ করে, সে মানুষকে অন্ধ করে, সে অসুস্থ করে, সে কুষ্ঠগ্রস্ত করে, সে ভূতগ্রস্ত করে, সে বিপদে ফেলে, সে অভাবে ফেলে, সে অশান্তিতে ফেলে-হ্যাঁ, সে নিতান্ত মন্দ। সে চুরি, বধ ও বিনাশ করে। কিন্তু ঈশ্বর উত্তম ও মঙ্গলময়। দেখুন তাকেঁ যীশুর রুপে, তিনি মানুষের হিত করে বেড়াতেন ও শয়তান কর্তৃক উৎপীড়িত সকলকে মুক্ত করতেন।

এই যীশুই, দেহে মূত্তিমান ঈশ্বর, অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি, মানুষের মুক্তির জন্য আপন প্রাণ বলিদান করেছেন। তিনি ন্যায়বান ধার্মিক ঈশ্বর। তিনি আবার প্রেমময় পিতা। পাপী মানুষের উপযুক্ত বিচার সিদ্ধ দন্ড বিধান তাঁকে করতে হয়েছিল, না হলে তিনি ঈশ্বর হতে পারতেন না।

কিন্তু প্রেমময় পিতার ন্যায় এবং স্নেহময়ী মাতার ন্যায় আপন সন্তানদের বাঁচাতে মানুষের দেহ ধারণ করলেন। এই মানুষ দেহী ঈশ্বরের নাম যীশু খ্রীষ্ট। তিনি স্বয়ং মানুষ দেহে মানুষের পাপের দন্ড ভোগ করলেন। বাইবেল বলে, "তিনি আমার অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ হলেন, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ, আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁর উপর পড়ল, এবং তাঁর ক্ষত সকলের দ্বারা আমাদের আরোগ্য হল।" পাপের দন্ড মৃত্যু আর সেই দৈহিক ও আত্মিক মৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে তিনি নিজে আপন প্রাণ, আপন দেহে, মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করলেন।

মৃত্যুর তিন দিন পরে তিনি পুনর্জীবিত হলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে বলেছিলেন প্রাণ সমর্পণ করবার ও পুনরায় গ্রহণ করবার ক্ষমতা আমার আছে। এই ক্ষমতা অন্য কোন মানুষের ছিল না। যীশু ঈশ্বর। তাই মৃত্যু তাকে তার কবলে রাখতে পারে নি। তিনি মানুষের দেহ ধারণ করে মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থিত হলেন, যেন মানুষ অমর হতে পারে। ঈশ্বর অমর। কিন্তু তাঁর সৃষ্ট মানুষকে অমর করবার জন্য, অনন্ত জীবন দেবার জন্য, তিনি মৃত্যুকে জয় করে উঠলেন। যীশু আজ জীবিত। তিনি আজও রোগী সুস্থ করেন, পাপীকে উদ্ধার করেন। এই জীবিত যীশুকে ভক্তিভাবে, বিশ্বাস করে হৃদয়ে ডেকে নিলে তিনি মানুষের হৃদয়ে তাঁর আত্মার মাধ্যমে আসেন তাকে শান্তি দেন। তার মলিন হৃদয় তাঁর পবিত্র প্রায়শ্চিত্তকারী রক্তে ধুয়ে পরিষ্কার করেন ও সব পাপের মোচন করেন। তিনি শুধু খ্রীষ্টিয়ানদের মুক্তিদাতা নন, তিনি এই বিশ্বের সকলের ঈশ্বর ও প্রেমময় পিতা ও মুক্তিদাতা। তিনি আপনার মঙ্গল চান। তাঁর হাতে আপনার জীবন সমর্পণ করুন। এই বিষয়ে আরো জানতে চাইলে এই ঠিকানায় খোঁজ করবেন।

মিডিয়া আউটরিচ, পোষ্ট বক্স-৭০০, ঢাকা-১০০০

ই-মেইল: mediaoutreach.ag@gmail.com

Web: www.mediaoutreachbd.com